দৈনিক ইনকিলাব
দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 FEB 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

055

শিক্ষাঙ্গন

বানান ভুল প্রসঙ্গে

হাজার বছরের পুরনো আমাদের বাঙলা ভাষা। এর গৌরবময় ঐতিহ্যে আমরা গর্বিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ দীর্ঘ সময়েও এর বানান রীতি সকলের কাছে স্পষ্ট নয়। এর প্রভাব বিদ্যালয় পর্যন্তও বিস্তৃত।

আজকাল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বাঙলা বানান ও শব্দ উচ্চারণে ভুল করছে। এ ভুলের কারণ হিসেবে আজকাল পাঠ্যপুস্তকে দু'রকমের বানান রীতির প্রচলন। যদিও উভয় রীতিই শুদ্ধ। তবুও শিক্ষার্থীরা ক্ষেত্র বিশেষে ভুল করছে। তাছাড়া ছাপাখানার ভুল কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ধারণায় মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। ছাপার অক্ষর যতই ভুল হোক তাদের কাছে শুদ্ধ বলে গণ্য হচ্ছে। ফলে তারা ভুল শিখছে।

উল্লেখিত কারণ ছাড়াও রয়েছে কিছু কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকার শব্দের বিকৃত উচ্চারণ। তাঁদের বিকৃত উচ্চারণ অনুসরণ করে লেখার বেলায় শিক্ষার্থীরা ভুল করে বসে। অবশ্য এ ভুলের জন্য শিক্ষক-শিক্ষকাদের এককভাবে দায়ী করা যায় না। হয়ত তাঁরা শিক্ষার্থী জীবনে ভুল বানান ও উচ্চারণ শিখে এসেছেন। পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত বানান রীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারেননি। আবার হয়ত তথ্য ও তত্ত্ব নির্ণয়ের সুযোগ ছিল না।

এমতাবস্থায় বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ বানান ও উচ্চারণ উন্নয়নে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে:

(১) ১ম শ্রেণী থেকে ৩য় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপযোগী বাঙলা ভাষায় লিখিত সকল পাঠ্যপুস্তকের যুক্ত শব্দগুলো বিযুক্ত করে লেখা যেতে পারে।

(২) ৪র্থ থেকে ১০ম শ্রেণীর বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কিত পাঠ্যপুস্তকের শেষে পূর্বপাঠে ব্যবহৃত কঠিন শব্দগুলোর সহজ বানান-এর শব্দ সংযোজন করা যেতে পারে।

(৩) ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বাঙলা পাঠ্যপুস্তকের শেষে কিছু কিছু ধ্বনি তত্ত্ব (ফোনেটিকস) সংযোজন করা যেতে পারে।

(৪) বাঙলা শিক্ষাদানের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভাষাতত্ত্বের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

(৫) পত্র-পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে সহজ সরল বাঙলা বানান রীতি ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।

(৬) রেডিও ও টিভিতে বাঙলা শব্দের সঠিক উচ্চারণের নিমিত্তে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

—মোঃ বাছেদ মিয়া (বাসু)

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

একটি দেশকে, একটি জাতিকে উন্নত করতে হলে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন শিক্ষার। শিক্ষা উন্নতির বাহন, অগ্রগতির পথ নির্দেশক। শিক্ষা একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে জানতে পারে, অপরকে বুঝতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে বিশ্ব-নিয়ন্তার মহিমা। পশুত্ব ও মনুষত্বের সংমিশ্রণে গঠিত মানব চরিত্রের ভাল গুণসমূহের বিকাশ সাধন করে শিক্ষা। জীবনে শিক্ষার আবশ্যকতা তাই অপরিমেয়।

পবিত্র কোরআন মজীদের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ বাণী হচ্ছে "ইকরা" অর্থাৎ "পড়"। মহান আল্লাহ্ শিক্ষার প্রতি এক অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করেছেন এই অমর বাণীর মাধ্যমে। আর তার প্রতিধ্বনি স্পন্দিত হয়েছে মহানবীর একাধিক হাদীসে। বস্তুতঃ পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই, এমন কোন মতাদর্শ নেই যেখানে শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এমন যে শিক্ষা তার গুরুত্ব আমাদের দেশে নীতিগতভাবে স্বীকৃত হলেও বাস্তবে অত্যন্ত অবহেলিত। আমাদের গ্রামের জনসাধারণ আজও শিক্ষালাভের চেয়ে চাষবাস ও অন্যান্য কাজকর্ম অধিক প্রয়োজনীয় মনে করে। তাই আমাদের এই দেশের শিক্ষিতের হার শতকরা মাত্র ২৩ ভাগ। এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রয়োজন শতকরা ৮৫ ভাগ লোকের বাস যে গ্রামে, সেখানে শিক্ষার সম্প্রসারণ করা।

কেননা গ্রামবাসীদের মনে আজও ভ্রান্ত ধারণা যে শিক্ষার তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। শিশুরা জাতির ভবিষ্যত। কবির ভাষায় "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে"। এই ভবিষ্যত দেশ নিয়ন্তাদের শিক্ষিত করে তোলা সর্বাধিক প্রয়োজন। এ জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা একান্ত আবশ্যক। কোন শিশুই যাতে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয় এবং সকল শিশুই যাতে বিদ্যালয়ে গমন করার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান (নোমান)